যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩৪১

১/ বিবিধ

আরবী

كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء

موضوع

رواه تمام في " الفوائد " (207 / 1 ـ 2 / رقم 2210 ـ من نسختي) وابن عدي (221 / 2) وعنه البيهقي في " الدلائل " (6 / 75) والخطيب في " التاريخ " (4 / 272) ومكي المؤذن في " حديثه " (236 / 1) والضياء المقدسي في " المنتقى من حديث أبي علي الأو قي " (1 / 2) عن عبد الله بن المغيرة عن المعلى بن هلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا، وقال البيهقي: وهذا إسناد فيه ضعيف

قلت: بل هو ضعيف جدا، وآفته ابن المغيرة هذا، ويقال فيه: عبد الله بن محمد بن المغيرة، قال العقيلي: يحدث بما لا أصل له، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وساق له الذهبي أحاديث هذا أحدها، ثم قال: وهذه موضوعات، ومع ذلك أورده السيوطي في الجامع الصغير

ثم استدركت فقلت: الحمل فيه على شيخ ابن المغيرة ـ وهو المعلى بن هلال ـ أولى ذلك لأنه اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ في التقريب

وتابعه محمد بن المغيرة المزني عن هاشم بن عروة عن أبيه مرسلا به

أخرجه ابن عساكر (17 / 128 / 2) من طريق مخلص بن موحد بن عثمان التنوخي، أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن المغيرة به، ولم يذكر في موحد هذا جرحا ولا تعديلا ومحمد بن المغيرة هذا لم أعرفه، ولعله سقط من النسخة اسم ابنه عبد الله كما في

الطريق، ثم قال البيهقي: وروي ذلك من وجه آخر ليس بالقوي، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن الخليل النيسابوري، حدثنا صالح بن عبد الله النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن عمار الشهيد، حدثنا المغيرة بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا نحوه

قلت: وهذا إسناد مظلم، فإن من دون المغيرة هذا لم أجد لهم ترجمة

বাংলা

৩৪১। তিনি অন্ধকারেও দেখতেন যেরূপ আলোতে দেখতেন।

হাদীসটি জাল।

এটি তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২০৭/১-২/নং ২২১০), ইবনু আদী (২/২২১) এবং তার থেকে বাইহাকী "আদ-দালায়েল" গ্রন্থে (৬/৭৫), আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৪/২৭২), মাক্কী আল-মুয়াযিযন তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/২৩৬) এবং যিয়া আল-মাকদেসী "আল-মুনতাকা ..." গ্রন্থে (১/২) আব্দুল্লাহ ইবনু মুগীরা হতে, তিনি মুয়াল্লা ইবনু হিলাল হতে ... বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী বলেনঃ এ সনদটিতে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বরং এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। এটির সমস্যা হচ্ছে এ ইবনুল মুগীরা। তাকে বলা হয় আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল মুগীরা; উকায়লী বলেনঃ তিনি এমন হাদীস বর্ণনা করতেন যার কোন ভিত্তি নেই। ইবনু ইউনুস বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। যাহাবী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেনঃ এগুলো বানোয়াট। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটি তার "জামেউস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মুয়াল্লা ইবনু হিলাল যে মিথ্যুক এ মর্মে সমালোচকগণ একমত পোষণ করেছেন, যেমনটি ইবনু হাজার-এর "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

ইবনু আসাকির অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেটিতে মুহাম্মাদ ইবনু মুগীরা রয়েছেন। তিনি অপরিচিত। সম্ভবত তার ছেলে আব্দুল্লাহর নাম কপি হতে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর বাইহাকী বলেনঃ অন্য একটি মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটি শক্তিশালী নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটির সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ মুগীরা ইবনু মুসলিমের নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5600

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন